



125690 - যার পরিবারে লোকেরা মলিাদুন্নবী উদযাপন করে এবং এতে অংশগ্রহণ না করার কারণে তাকে তরিস্কার করে এমতাবস্থায় পরিবারে সাথে সেরূপ আচরণ করবে

প্রশ্ন

আমি মলিাদুন্নবী পালন করিনি। কিন্তু পরিবারে বাকী সবাই তা পালন করে। তারা বলেন: আমার ইসলাম নতুন ইসলাম। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসিনি। এ বিষয়ে কোন উপদশে আছে কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

প্রিয় ভাই, আপনি এ বদিআতটি পরহিার করে উত্তম কাজটি করছেন যে বদিআতটি অভ্যাসের মত মানুষের মাঝে বিস্তার লাভ করেছে। যারা আপনাকে নবীর অনুসরণের ঘাটতি উল্লেখ করে অপবাদ দলি অথবা ইসলামী আদর্শের উপর আপনার অবচলিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল আপনি সর্দেকিে ভরুক্শপে করার দরকার নাই। এমন কোন রাসূল নাই যাঁর সাথে লোকেরা তরিস্কার করেনি বা তাঁর ববিকে-বুদ্ধি ও দ্বীনদাররি উপর অপবাদ দয়েনি। আল্লাহ তাআলা বলেন: “এমনভিবে, তাদের পূর্বববর্তীদের কাছে যখনই কোন রাসূল আগমন করেছে, তারা বলছে যাদুকের কথিবা উন্মাদ।”[সূরা যারিয়াত, আয়াত: ৫২] নবীদের জীবনে আপনার জন্ম উত্তম আদর্শ। সুতরাং আপনি যে কষ্ট পাচ্ছেন এতে ধরৈয় ধারণ করুন এবং আল্লাহর কাছে সওয়াবের প্রত্যাশা করুন।

দুই:

আপনার জন্ম নসহিত হচ্ছে- আপনি তাদের সাথে কোন আলোচনা-পর্যালোচনা, তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলবেন। যদি এদের মধ্যে জাগ্রত ববিকেরে কড়ে থাকে যে কথা শুনতে ও বুঝতে চেষ্টা করে তাহলে তার সাথে আলোচনা করতে পারেন। বাছাই করে এ ধরণের ব্যক্তদেরকে আপনি মলিাদদের স্বরূপ, এর হুকুম, এটি সঠিকি না হওয়ার দললি জানাততে পারেন। তাদের কাছে আপনি নবীকে অনুসরণ করার মর্যাদা ও বদিআত প্রচলন করার খারাপ দকিটি তুলে ধরতে পারেন। যদি আপনি এমন কাউকে দেখেন তাহলে তাদের সাথে নমিনকোক্ত পন্থায় সংলাপ করতে পারেন এবং তাদেরকে নসহিত করতে পারেন।

১. তারা যখনে শেষে করেছে আমরা সখোন থেকে শুরু করব। তারা আপনাকে বলছে: আপনার ইসলাম নতুন ইসলাম। আমরা



বলব: কোনটা আগে শুরু হয়েছে- মলিাদ করা; নাকি মলিাদ না করা? নঃসন্দহে প্রত্যকে ন্যায়বান ও ববিকিবান ব্যক্তরি উত্তর হব: যারা মলিাদ পালন করে না তাই আগে। সাহাবয়ে কেরোম, তাবয়ীন, তাব-তাবয়ীন এবং তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম উবাইদি যুগ পর্যন্ত মলিাদ করেনি। উবাইদিদের পর মলিাদ করা শুরু হয়েছে। সুতরাং কার ইসলাম নতুন?!

২. আমরা যদি দেখি- কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বেশি ভালবাসে? সাহাবয়ে কেরোম; নাকি তাদের পরবর্তী যামানার লোকেরা? নঃসন্দহে প্রত্যকে ববিকিবান লোকেরে জবাব হব: সাহাবয়ে কেরোম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বেশি ভালবাসেছে এবং বেশি সম্মান দিয়েছে। তারা কি মলিাদ পালন করছেন?! মলিাদপালনকারী এ লোকদের পক্ষযে কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসার ক্ষত্রে সাহাবয়ে কেরোমের সাথে পালা দয়ো সম্ভব?! ৩. আমরা যদি প্রশ্ন তুলি: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসার অর্থ কী? প্রত্যকে ববিকিবান ও ন্যায়বান ব্যক্তরি মতে, নবীর আদর্শেরে অনুসরণ ও তাঁর প্রদর্শতি পথে চলা। যদি মলিাদপালনকারী এ লোকগুলো তাদের নবীর আদর্শ আঁকড়ে ধরত এবং তাঁকে অনুকরণ করে পথ চলত তাহলে রাসূলেরে প্রমেকি সাহাবয়ে কেরোম ও নবীর অনুসারীগণ যা করছেন এদেরে জন্যেও তা তা করা-ই যথেষ্ট হত এবং তারা বুঝতে পারত যে, পূর্ববর্তীদেরে অনুকরণ করার মধ্যই কল্যাণ; আর পরবর্তীদেরে নবপ্রচলনেরে মধ্যই অকল্যাণ। কাযী ইয়ায (রহঃ) বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসার আলামত শীর্ষক অধ্যায়ে বলেন: “যে ব্যক্তি কাউকে ভালবাসে সে তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে। তার সাথে সাদৃশ্য অর্জনকে প্রাধান্য দিয়ে। তা না হলে সে ভালবাসা সত্য নয়; বরং নছিক দাবমাত্র। যে ব্যক্তি সত্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসে এর আলামত তার মধ্য দেখে যতে হব। প্রথম আলামত হচ্ছে: সুসময়ে, দুঃসময়ে, কর্মমোদীপনা ও অলসতা সর্বাবস্থায় তাঁর অনুকরণ, তাঁর আদর্শেরে অনুসরণ, তাঁর কথা-কাজ-নর্দশেরে অনুগমন, তাঁর নষিধেগুলো পরহিার, তাঁর শষিটাচারগুলো গ্রহণ। এর প্রমাণ রয়েছে আল্লাহর বাণীতে “বলুন, যদি তেরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর; এতে করে আল্লাহ তেরাদেরকে ভালবাসবনে এবং তেরাদেরে পাপরাশি মার্জনা করে দবনে। আর আল্লাহ হলেনে কক্ষমাকারী, দয়ালু। [সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ৩১]

তাঁর শরয়িতকে অগ্রাধিকার দয়ো, আত্মপ্রবৃত্তি ও নজি-মতেরে পরবিত্তে তাঁর শরয়িতেরে অনুসরণেরে প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “যারা মুহাজরিদেরে আগমনেরে পূর্বে মদীনায়ে বসবাস করছিলি এবং বশ্বাস স্থাপন করছিলি, তারা মুহাজরিদেরে ভালবাসে, মুহাজরিদেরকে যা দয়ো হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষা পটোষণ করে না এবং নজিরো অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে।” [সূরা হাশর, আয়াত: ৯]

আল্লাহর রজোমনদি হাছলিরে জন্য বান্দাকে নারাজ করা:

যে ব্যক্তি এসব গুণে গুণাবতি সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরে পূর্ণ ভালবাসে। যে ব্যক্তি এসব ক্ষত্রে কত্রিচতি ঘটতি করে তার ভালবাসাতে ঘটতি আছে; তবে সেও তাঁদেরকে ভালবাসে। [আস-শফি বিতারফি হুকুকলি মুস্তাফা (২/২৪-২৫)]



৪. আমরা যদি নবীর মলাদ বা জন্মতারিখি নিয়ে পর্যালোচনা আসি- এ সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো সাব্যস্ত কনি? বিপরীত দিকে তাঁর মৃত্যু তারিখি নিয়েও পর্যালোচনা করি এ তারিখি সাব্যস্ত কনি? নঃসন্দেহে প্রত্যেকে বিবেকবান ও ন্যায়বান ব্যক্তির উত্তর হবে- নবীর জন্মতারিখি সাব্যস্ত হয়নি। কিন্তু নবীর মৃত্যুতারিখি সুশিচিভাবে সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ তার প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন। যদি আমরা সরি়াত গ্রন্থগুলো পর্যালোচনা করি তাহলে দেখে সরি়াত লেখকগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মতারিখিরে ব্যাপারে একাধিক অভিমত ব্যক্ত করছেন:

১. সোমবার ২ রা, রবউল আউয়াল।

২. ৮ই, রবউল আউয়াল।

৩. ১০ই, রবউল আউয়াল।

৪. ১২ই. রবউল আউয়াল।

৫. যুবায়েরে ইবনে বাককার বলেন: তিনি রমজান মাসে জন্মগ্রহণ করছেন।

যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মতারিখি জানার উপর দ্বীনরে কোনে কিছু নরিভর করত তাহলে সাহাবায়েরে করোম অবশ্যই তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেসে করতনে অথবা তিনি নিজিহে তাদেরকে এ ব্যাপারে অবহতি করতনে। অথচ এর কোনেটি ঘটনে।

পক্ষান্তরে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে মৃত্যু তারিখিরে ব্যাপারে কোনে মতভদে হয়নি। তাঁর মৃত্যু তারিখি হজিরী ১১ সালরে ১২ই রবউল আউয়াল। এরপর আমরা যদি দেখি এ বদিআতপন্থী লোকগুলো কখন মলাদুননবী (নবীর জন্মবার্ষিকী) পালন করে? তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীর দিন। উবাইদিসম্প্রদায় (যারা বংশ পরিচিয়ে জালিয়াতি করে নিজদেরকে ফাতমো রাঃ এর সাথে সম্পৃক্ত করে ফাতমৌ দাবী করে) এভাবে এ কর্মরে পরিচলন করে গেছেন এবং লোকরো নরিবোধরে মত এটাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। অথচ তারা ছিল জিন্দিকি, নাস্তিকি বা ধর্মত্যাগী সম্প্রদায়। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে মৃত্যুতে ফুর্তি করার জন্য এমন একটি উপলক্ষরে উদ্ভব করেছে। এর জন্য তারা জমায়তে হত এবং খুশি প্রকাশ করত। আর নরিবোধ মুসলমানদেরকে এভাবে ধোকা দতি যে, তাদের অনুকরণে এ অনুষ্ঠান করার মান- নবীর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করা। এভাবে তারা তাদের নকিষ্ট ও মন্দ উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নে ও ভালবাসার অর্থকে বিকৃত করণে সফল হল। তাদের কাছে নবীর ভালবাসা হচ্ছে- মলাদরে কাসদি পড়া, সরিনি ও মষিটি বিতরণ, নাচরে আয়োজন, নারী-পুরুষরে অবাধ মলোমশো, ঢোল বাজানো, বেপের্দাপনা, পাপাচার, বিভিন্ন বদিআতী দুআ ও শরিকী কথাবার্তা, যগুলো মলাদরে মজলসিে বলা হয়ে থাকে। এ বদিআতরে কদর্যতা এ ওয়েব সাইটরে [10070](#), নং প্রশ্ননোত্তরে বিস্তারতিভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ বদিআতরে অপনোদনমূলক আলোচনা জানতে এই লিংকে গিয়ে শাইখ সালহে আল-ফাউয়ানরে “হুকমুল ইহতফিাল বলি মাউলদিনিনাবি”



নামক বইটি পড়া যতে পারে। তিনি:

প্রিয় প্রশ্নকারী ভাই, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকরণে উপর ধর্যে ধারণ করুন। তাঁর বিরুদ্ধাচারকারীদের সংখ্যাধিক্য দেখে বিভ্রান্ত হবেন না। আমরা আপনাকে ইলমে দ্বীন অর্জন ও মানুষের উপকার করার পরামর্শ দিচ্ছি। এ ধরণে ইস্যু যনে পরবারের সদস্যদের থেকে আপনাকে বচ্ছিন্ন করে না রাখে। কারণ তারা এমন লোকদের তাকলদি করছেন যারা মলিাদের জলসাগুলো জায়যে হওয়ার, এমনকি মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে ফতোয়া দিয়ে। তাই এ বদিআতের বরোধতি করার সময় তাদের সাথে কোমল হওয়া উচিত। কথা, কাজ ও আখলাকরে সৌন্দর্যতা ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট থাকা উচিত। নবীর অনুসরণে প্রভাব আপনি আপনার আচার-আচরণ, ইবাদত-বন্দগেরি মাধ্যমে তাদের কাছে ফুটিয়ে তুলুন। আমরা আপনার জন্য আল্লাহর কাছে তাওফকিরে দুআ করছি।

আল্লাহই ভাল জানেন।